Vol. 33 | No. 2 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রসঙ্গ : সাহিত্য-সংস্কৃতি

Volume	33
Issue	2
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মু. ইদ্‌রিস আলী
Published online	February 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i2.7
Pages	179-185
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রসঙ্গ : সাহিত্য-সঙ্কৃতি ॥ নরেন বিশ্বাস
বাংলা একাডেমী, ঢাকা,
প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ (জুন ১৯৮৬)
মূল্য : সত্তর টাকা।

নামেই গ্রন্থটির প্রাথমিক পরিচিতি অনেকাংশে স্পষ্ট—এটি একটি প্রবন্ধ-সংকলন। লেখকের ভূমিকা থেকে জানা যায়, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ২০ বছরে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির যেখানে এবং সাহিত্যে মতবাদ সম্পর্কিত 'যে-সব জিজ্ঞাসা নিয়ত তাড়িত করেছে' তাঁর 'বোধ ও বোধিকে', সে-সব বিষয় নিয়েই তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা খাঙময় করতে প্রয়াসী হয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে। প্রবন্ধের বিষয় নতুন যেমন হতে পারে, তেমনি পূর্বজ লেখকদের আলোচিত বিষয়েও লেখক তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী, বোধ-বুদ্ধি এবং অভিনব বিন্যাস-রীতির পরিচয় দিতে পারেন, পুরানো চিন্তায় নবযুগের মাত্রা যোগ করতে পারেন। সব মিলিয়ে কোন প্রবন্ধে লেখকের নিজস্বতা কতটুকু তা দেখাই সম্ভবতঃ প্রবন্ধ মূল্যায়নের আসল কথা। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সকল প্রবন্ধেই সমান ভাবে নিজস্বতার পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছেন, একথা হয়তবা বলা যাবেনা; তবু অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই যে তিনি কম বেশী সফল তা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করা যায়। লেখক নরেন বিশ্বাস তাঁর স্বভাবজাত বিনয়বশতঃ সত্যটিকে নিজেই ভূমিকাংশে স্বীকার করে নিয়েছেন—"একটি জাতির দুই-দশকব্যাপী সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কাণ্ডের, তার গতি-প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষার বহুবিধ মৌলিক প্রশ্ন থেকে গেছে অনায়ত্ত ও অনালোচিত"। তাঁর অপর একটি স্বীকারোক্তি আমাদেরকে তাঁর গ্রন্থটির মূল্যায়নে কিঞ্চিৎ

সাহায্য করে এবং সেটি হলো, "প্রায় দুই দশক ধরে রচিত প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তুতে যেমন বৈচিত্র্য বর্তমান, তেমনি শব্দ-প্রয়োগে, বাক-বিন্যাসে তথা ভাষা-শৈলীতেও প্রবল পার্থক্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়াবেনা"। একই গ্রন্থে লেখকের প্রকাশ-রীতির বা ভাষা-শৈলীর এমন পার্থক্য অনেক সচেতন পাঠকের কাছেই গ্রহণীয় না-ও হতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবনধারাকে স্পর্শ ও প্রভাবিত করতে পারে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন সব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এ গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়েছে, যাতে লেখকের ব্যাপক জানা-শোনা বা পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে। অথচ এমন পণ্ডিতি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েও নরেন বিশ্বাস আত্মগৌরবের বা পণ্ডিতমন্যতার প্রকাশ না ঘটিয়ে বরং যথেষ্ট বিনয়ের অবতারণা করেছেন দেখে পাঠকেরা আশ্বস্ত বোধ করতে পারেন।

'প্রসঙ্গ : সাহিত্য-সংস্কৃতি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত মোট ২৬টি প্রবন্ধ বিষয়-ভিত্তিক বিভাজন করে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে---সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে মতবাদ। বলা বাহুল্য, এ তিনটি শ্রেণীর বিষয়বস্তুই পরস্পর-সম্পৃক্ত, এর কোনটিই অবিমিশ্র না হলেও এ বিভাজন পাঠককে লেখকের বক্তব্য সহজভাবে অনুধাবনে সহায়তাই করবে।

উল্লেখ্য যে, 'সাহিত্য' শিরোনামে ১৩টি, 'সংস্কৃতি'-তে ৮টি এবং 'সাহিত্যে মতবাদ' নামে ৫টি প্রবন্ধ এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম শিরোনাম-ভুক্ত প্রবন্ধগুলোর মধ্যকার ৯টিতেই স্থান পেয়েছে বাংলা কাব্যের কম-বেশী খ্যাতনামা ৯জন কবির এক বা একাধিক দিকের মূল্যায়ন, ২টি প্রবন্ধে আছে দু'জন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি-ক্ষমতার পর্যালোচনা, ১টিতে রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের একজন জীবিত প্রবন্ধকারের মূল্যায়ন প্রয়াস এবং অপর ১টিতে স্থান পেয়েছে আমাদের সাহিত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি সংক্রান্ত আলোচনা। 'সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ-সমূহের বিন্যাস কালানুসারী বলেই মনে হয়। কবিদের মূল্যায়ন যেগুলোতে রয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়েই তিনটি, অপরগুলো হচ্ছে যথাক্রমে কবি আলাওল, মধুসূদন, গোবিন্দদাস, নজরুল, জসীমউদ্‌দীন ও সুকান্ত সম্পর্কিত। আলোচিত ঔপন্যাসিক দু'জন হলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও ওয়ালীউল্লাহ্। আর জীবিত প্রাবন্ধিক হলেন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী

অধ্যাপক আহমদ শরীফ। 'সংস্কৃতি' বিভাগে রয়েছে ইতিহাসের আলোকে বাংলার সামন্ত যুগের সংস্কৃতি সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা, লোকনাট্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে একটি আলোচনা এবং যাত্রার উৎস ও ক্রমবিকাশ, বাংলা নাটকে সংগ্রামী জীবন চিত্র, নাট্যাভিনয় ও গণ-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে একটি করে আলোচনা। তাছাড়া আছে বাংলা-দেশের মুক্তিসংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি ও বাংলাদেশে শিল্প-নির্মাণ বিষয়ে আরও দু'টি পর্যালোচনা। 'সাহিত্যে মতবাদ' শীর্ষক আলোচনা-গুলো হলো কাব্যের আত্মা সম্পর্কিত বিতর্কে অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি ও ধ্বনিবাদ বিষয়ক একটি আলোচনা এবং সাহিত্যে অবক্ষয়বাদ, দাদাবাদ, পরাবাস্তববাদ, অস্তিত্ববাদ, ভাববাদ এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আরও চারটি প্রবন্ধ। এ অংশের প্রবন্ধগুলোয় সাহিত্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে লেখক পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই সামগ্রিকভাবে বলা চলে, গ্রন্থটি সাহিত্যের বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে কেবল সাহিত্য-শিক্ষার্থীদেরই নয়, সাহিত্যের শিক্ষক এবং অপরাপর আগ্রহীদেরও অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দানে সমর্থ। বইটির বাড়তি গুণ, দু'একটি প্রবন্ধ বাদে, এর পরিমিত ও প্রাঞ্জল রচনাভঙ্গী।

'কবি আলাওল' প্রবন্ধটিতে একেবারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবির মৌল বৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রধানত অনুবাদক এই কবির কাব্যে সমকালীন বাঙালী জীবন ও সমাজের চিত্র কি মাত্রায় ও কতখানি প্রতিফলিত তার অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত, সেই সঙ্গে কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি মূল্যায়নেরও প্রয়াস রয়েছে এতে। 'উপমালোকে মধুসূদন' প্রবন্ধে পরাধীন প্রতিবেশেও মধুসূদন কিভাবে জীবন-গভীরের অচিরতার্থ বাসনা সার্থক করতে চেয়েছিলেন 'কল্পনায়, শব্দরূপে, বহু বর্ণিল উপমারা-জিতে' তারই সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী ও প্রেমিক এ দু'টি সত্তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কাব্যের উপমায় কিভাবে বিদ্রোহীর আবেগ ও প্রেমিকের উত্তাপ সঞ্চারিত সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে 'নজরুল কাব্যে উপ-মায়'। অপেক্ষাকৃত অবহেলিত এবং জমিদারের অন্যায় আদেশে নিজ

জন্মস্থান থেকে নির্বাসিত কবি গোবিন্দদাসের সংগ্রামী সত্তার যে পরিচয় তাঁর কাব্যে বিধৃত এবং পাঠক মহলের প্রায় অজ্ঞাত সেই দিকটি উদ্‌ঘাটিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন গ্রন্থকার তাঁর 'গ্রাম ও সংগ্রামের কবি গোবিন্দ-দাস' প্রবন্ধে। 'কবি জসীমউদ্‌দীন' শীর্ষক প্রবন্ধে কবির প্রধান প্রধান রচনার মৌল স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে শুধু পল্লীরই কবি নন, তিনি নগরজীবন, স্বদেশ ও বিশ্ব মানবতারও কবি, তা বলবার প্রয়াস পেয়েছেন; তবে কবির কাব্য প্রকরণে যে আধুনিক জীবনবোধের উদ্ভাসন ঘটেছে, সে প্রসঙ্গটি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। অগ্রজ কবি সুভাষ মুখো-পাধ্যায় এবং সমকালের অপরাপর সমালোচকবৃন্দের বিরূপতা খণ্ডন করে মেহনতি মানুষের বিশ্বস্ত সংগ্রাম-সাথী, সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে নিবেদিত-প্রাণ শ্রেণী-সংগ্রামের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে তাঁর প্রকৃত মহিমা দানের প্রয়াস রয়েছে এ গ্রন্থের 'শ্রেণী-সংগ্রামের কবি সুকান্ত' নামের প্রবন্ধটিতে।

'সাহিত্য' শ্রেণীভুক্ত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধই উল্লেখ্য। তিরিশোত্তর আধুনিক বাঙালী কবিদেরকে নিজের কাব্যভুবনের বাঁক-পরিবর্তনে অনেকটা কাছে টেনে নিয়ে কিভাবে ও কি মাত্রায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্য সুন্দর কল্যাণের আনন্দসিক্ত চেতনায় অবিচলিত ছিলেন, এ মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে 'আধুনিক বাংলা কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধটিতে। ভাববাদী রোমান্টিক কবি এবং জমিদার-তনয় হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কিভাবে স্বদেশের ও বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের সহমর্মি এবং তাদের জন্যে বাস্তবে আমৃত্যু সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে 'গণ-অধিকারে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে। 'রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে লেখক আলোচনা করেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাবৎ বিষয়ের মতো ব্যাকরণ-ভাবনাতেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য। কবির লিখিত 'শব্দ-তত্ত্ব' ও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' নামের গ্রন্থ দু'টিতে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আলোকপাত করেন। এ সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙলা ভাষা, রূপে-স্বরূপে, ধ্বনি ও বাগ্‌বিধিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা" এবং তা শব্দকল্পদ্রুম, অমরকোষ

অভিধানের আওতাধীন নয়, নয় পাণিনি ব্যোপদেবের ব্যাকরণ-শাসিত কোন উপভাষাও।

'বঙ্কিমচন্দ্র : কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সব ক'টি উপন্যাস সম্পর্কে ঢালাও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করার পর বাংলা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) এবং 'কৃষ্ণকান্তের' উইল'কে এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় এ সিদ্ধান্ত টেনেছেন, "কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। ইহা বঙ্কিম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।" আলোচনাটিতে লেখকের নিজস্বতার ছাপ তেমনটা নেই। অন্যদিকে 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখকের নিজস্ব মূল্যায়নের প্রয়াস রয়েছে অনেকাংশেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ প্রবন্ধে লেখক ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাস সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন এবং যথার্থভাবেই সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে তিমির-বিনাশী-অনুভবের প্রগাঢ় উচ্চারণই সংবেদনশীল পাঠকচিত্তকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে এবং অস্তিত্বের অন্ধকার থেকে জীবনবোধের অবিনাশী দ্যুতিময় সরণীই তাঁর প্রার্থিত ছিল আজীবন।" তবে এটিও আংশিক আলোচনা।

'আহমদ শরীফের 'স্বদেশ-অন্বেষা'' শীর্ষক রচনাটি প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফের 'স্বদেশ অন্বেষা' নামের গ্রন্থটির সহৃদয় সমালোচনা। নরেন বিশ্বাস গ্রন্থটির লেখকের অকৃত্রিম ভক্ত হিসেবে এর যে ধরনের মূল্যায়ন করেছেন, তা সকলের কাছে গ্রহণীয় না-ও হতে পারে। তবে আহমদ শরীফের বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা কমবেশী সবাই লেখকের এ মূল্যায়নকে একেবারে অবহেলাও করতে পারবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। জীবিত ও সমকালীন লেখক সম্পর্কে আলোচনা হয় নিষ্ঠাবান ভক্তের উচ্ছ্বাস। নইলে বিরূপ সমালোচকের কটূক্তিতে পর্যবসিত হওয়া আশ্চর্যের নয়।

'পূর্ববাঙলার সাহিত্যের পটভূমি' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখক নরেন বিশ্বাস সংক্ষেপে ১৯৪৭ থেকে আশির দশক পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। এ আলোচনায় এদেশের অর্থনৈতিক পটভূমির প্রসঙ্গ তেমন গুরুত্ব পায়নি এবং একথাও তেমন স্পষ্ট হয়নি যে, ব্রিটিশ শাসনামলের

ঔপনিবেশিক ও বৈষম্য-কণ্টকিত ব্যবস্থাই পাকিস্তানী শাসকেরা টিকিয়ে রাখতে তৎপর ছিলেন বলেও সে আমলে সাহিত্যিক সৃজনশীলতা প্রার্থিত মাত্রা ও ব্যাপকতা পায়নি। তবে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি পর্যালোচনায় আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকের দক্ষতার পরিচয় রয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ 'সংস্কৃতি' শীর্ষক শ্রেণীতে যে প্রবন্ধগুলো বিন্যস্ত হয়েছে, সেগুলোর নাম থেকেই বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনধারার বিচিত্র দিক সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস থাকলেও তার সামগ্রিক পরিচিতি যে এগুলোতে উদ্‌ঘাটিত হয়নি একথা লেখক নিজেও স্বীকার করবেন। প্রবন্ধের নামগুলো এখানে তাই উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা—'ইতিহাসের আলোকে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি' (সামন্তযুগ), 'লোকনাট্য সঙ্গীত প্রসঙ্গ', 'যাত্রা : উৎস : ক্রমবিকাশ', 'গণ-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে', 'বাঙলা নাটকে সংগ্রামী জীবন', 'প্রসঙ্গ ; নাট্যাভিনয় 'বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট' : ও 'বাংলাদেশ ; শিল্পশিক্ষণ'। এ অংশের সামন্ত যুগের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধটি বেশ মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ, কিন্তু মধ্যযুগ ও সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির বিকাশধারা সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা না থাকায় কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে, স্বীকার করতেই হবে। সে অভাব অবশ্য অনেকাংশে পূরণ হয়েছে যাত্রা, নাটক, গণ-সংস্কৃতি এবং মুক্তিসংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে। পাঠকবর্গ এ সব প্রবন্ধ থেকে নিজেরাই আমাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারার রেখাচিত্রটি মনে মনে এঁকে নিতে পারেন। তবু এমন অনেক কিছু বাদ থেকে গেছে, যা অপূরণীয়। এ সত্ত্বেও এ অংশের প্রবন্ধগুলোতে লেখকের জানা-শোনার পরিধি যে ব্যাপক এবং তাঁর প্রাবন্ধিক-সুলভ বিন্যাস নৈপুণ্য যে প্রশংসনীয়, তা স্বীকার করতেই হয়।

'সাহিত্যে মতবাদ' শিরোনামে যে ৫টি প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে রয়েছে সেগুলো হলো : 'কাব্যের আত্মা বিতর্কে অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি, ধ্বনিবাদ', 'সাহিত্য অবক্ষয়বাদ', 'দাদাবাদ, পরাবাস্তববাদ ও অস্তিত্ববাদ', 'সাহিত্যে ভাববাদ' ও 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য'। সাহিত্যে মতবাদ সংক্রান্ত এ পাঁচটি প্রবন্ধের প্রথম ও তৃতীয়টি মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ। অন্যগুলো একেবারেই অপর্যাপ্ত। প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধে

আলোচিত মতবাদসমূহের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে তার ফলিত দিক ততটা পায়নি; বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে সে-সব মতবাদ কতটা প্রভাব সঞ্চার করেছে, সে আলোচনা অপ্রতুল মনে হয়। তবু তাঁর এ আলোচনা দৃষ্টির স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতার কারণে এ সংক্রান্ত অপরাপর আলোচনার চেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্যে বেশী উপযোগী বলে মনে হয়। এ আলোচনার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে লেখক নিজেও যে যথেষ্ট সচেতন তা তিনি গ্রন্থের ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন। সকলেই জানেন যে, তিরিশোত্তর বাংলা কাব্যে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত ছাড়াও আরো অনেকে এ সব মতবাদে আক্রান্ত বা প্রভাবিত; তাই এ সীমিত আলোচনাতেও অন্ততঃ সে-সব লেখকদের মধ্যে কে কি মাত্রায় ঐ সব মতবাদের কোন্‌টি দ্বারা প্রাভাবিত, সে উল্লেখ করা যেতো। লেখক তা বর্তমান গ্রন্থে পারেননি। লেখক ভবিষ্যতে আর একটি গ্রন্থে এ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অবতীর্ণ হবেন, এ আশা করা চলে। সাহিত্যে ভাববাদ ও অবক্ষয়বাদ সংক্রান্ত আলোচনা দুটিও একেবারে রেখাঙ্কিত। আর 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য' আলোচনাটি আদৌও পর্যাপ্ত নয়। অথচ লেখক নিজেও যে এ দর্শনের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত, সে কথাটি যে-কোন সচেতন পাঠক গ্রন্থটি পড়তে বসলেই বুঝতে পারবেন। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' নামের যে শিল্প-সাহিত্য রীতিটি বর্তমানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার স্বরূপ ও প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক হতো। সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও 'সাহিত্যে মতবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধগুলোর জন্যে লেখককে সাধুবাদ জানাতেই হয়। তাঁর প্রবন্ধের সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল বাকভঙ্গী ও ভাষার জন্যে সাধারণ পাঠকের কাছেও এ আলোচনা দুর্বোধ্য হবেনা বলেই মনে হয়।

নরেন বিশ্বাসের 'প্রসঙ্গ : সাহিত্য-সংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থটি বিন্যাস-রীতি, প্রাকাশভঙ্গী ও বিষয় বৈচিত্র্যের বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় একটি উল্লেখ্য সংযোজন একথা স্বীকার করা যায় অকুণ্ঠচিত্তে। একাডেমিক আলোচনাকেও যে সাধারণের উপযোগী করে তোলা যায় দু'একটি বাদে এ গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই সে প্রমাণ তুলে ধরে।

মু. ইদ্‌রিস আলী